Bangladesh Society of Critical Care Medicine (BSCCM) and Bangladesh Society of Critical Care Nursing - এর

যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত

3rd International Conference (Criticon-3) উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ মিলনায়তন, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা, রবিবার, ০৪ চৈত্র ১৪২৪, ১৮ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এর তৃতীয় এবং বাংলাদেশ ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং এর প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল মুক্তিযোদ্ধকে জানাই আমার সালাম। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে এ দেশের চিকিৎসকরাও আত্মহতি দিয়েছেন। তাঁদের অবদান আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছায় বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে ''জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে'' বাক্যটি যুক্ত করা হয়। জাতির পিতা জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে থানা পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য কাঠামোকে সম্প্রসারণ করেন। চিকিৎসকরা যেন সরকারি চাকুরি নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে সম্মানিত বোধ করেন, সেজন্য তিনি চিকিৎসক পদকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেন।

সুধিবৃন্দ,

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন পর্যন্ত ২১ বছর এবং ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ বছর – এই ২৮ বছর বাংলাদেশের জনগণ বঞ্চিত থেকেছে। যারা ক্ষমতা দখল করেছে তারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত ছিল। জনগণের কল্যাণে তারা কোন ভূমিকা রাখেনি। বরং আমরা জনকল্যাণে যেসব কাজ হাতে নিয়েছিলাম তারা তা বন্ধ করে দেয়।

২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আশু করণীয়, মধ্য-মেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, গ্রহণ করেছি দশ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিৎ পরিকল্পনা।

২০১৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে পেরেছি বলেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছি। ৯ বছর একটানা জনসেবার সুযোগ পেয়েছি বলেই বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতার দর্শনকে ধারণ করে আমরাও জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে গত ৯ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি।

স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারাদেশে সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। ৩০ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে।

আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। গত ৯ বছরে ১২ হাজার ৭২৮ জন সহকারি সার্জন এবং ১১৮জন ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ১৩ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রায় সাড়ে ১২ হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার শয্যা বাড়ানো হয়েছে। আমরা সেবিকাদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করেছি।

আমরা দেশের ইতিহাসে প্রথম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করি। সম্প্রতি রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন দু'টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার জন্য উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিলেটে আরও একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশে মোট সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ১৪টি যা বর্তমানে ৩৬টিতে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৯টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২৮টি। আমাদের গড় আয়ু এখন ৭২ বছর।

আমার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টায় অটিজমের মত মানবিক স্বাস্থ্য সমস্যাটি বিশ্বসমাজের দৃষ্টিতে আনা সম্ভব হয়েছে। অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সুধি,

জটিল ও সংকটপূর্ণ রোগের চিকিৎসার জন্য আইসিইউ হচ্ছে হাসপাতলের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতি ও পর্যবেক্ষণ সুবিধা সম্বলিত আইসিইউতে সংকটময় মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়ে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা রোগীমাত্রই আইসিইউ'র প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কথা জানেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশে ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এক্ষেত্রে নতুন হলেও ইতোমধ্যে অনেক অগ্রসর হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বারডেম থেকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন- এ এমডি ডিগ্রি শেষ করে অনেকেই তাঁদের কর্মদক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ পাচ্ছেন। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এখনও বাংলাদেশের জন্য অনেকাংশে নতুন বিষয়। তারপরও এ পর্যন্ত আমরা সরকারি ২৭টি হাসপাতালে সর্বমোট ২১১টি বেডের মাধ্যমে আইসিইউ'র উন্নতমানের সেবা দিতে সক্ষম হচ্ছি। শীঘ্রই আরও ৮টি হাসপাতালে আরও ৭৭টি শয্যা সংযোজন করা হবে।

আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত থাকবে যেন একজন রোগীও আইসিইউ'র সেবা থেকে বঞ্চিত না হন। কম সংখ্যক রোগীকে যেন আইসিইউ পর্যন্ত যেতে হয়, আমাদের সকল চিকিৎসক ও সেবিকাদের যেন এই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আমাদের দেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে ক্রিটিক্যাল কেয়ার চিকিৎসার বোঝা সামলানো খুব সহজ কথা নয়। যে পরিবারের একজন রোগী আইসিইউতে গেছেন, শুধু সে পরিবারের সদস্যরাই জানেন খরচের কী বোঝা ও কতটা মানসিক চাপ বহন করতে হয়।

বেসরকারি হাসপাতালগুলোর আইসিইউ'র খরচাদি অনেক সময় রোগীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। বেসরকারি হাসপাতালগুলোর উদ্যোক্তাদের আমি অনুরোধ করবো, আপনারা সকলে একসঙ্গে বসে জনগণের নাগালের ভেতরে এই চিকিৎসাসেবা কিভাবে রাখা যায় তার জন্য উপায় বের করুন।

আমি এটা জেনে আমি আনন্দিত যে, এই সংগঠন নতুন হলেও নিয়মিত জার্নাল বের করছে। এতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করে নেওয়া যায়। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বা আইসিইউ'র চিকিৎসার কোন বিকল্প নেই। রোগীকে চিকিৎসা শেষে কত দ্রুত আইসিইউ'র বাইরে নিয়ে আসতে পারেন চিকিৎসক ও সেবিকাগণের প্রতি আমি সেই আহ্বান জানাই।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা ১৯৭২ সালের ৮ই অক্টোবর তৎকালীন পিজি হাসপাতাল এবং আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাষণে ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আপনারা ডাক্তার, আপনাদের মন হতে হবে অনেক উদার। আপনাদের মন হবে সেবার। আপনাদের কাছে বড় ছোট থাকবে না। আপনাদের কাছে থাকবে রোগ, কার রোগ বেশি কার রোগ কম। তাহলেই তো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মনের আপনারা সহযোগিতা পাবেন''।

চিকিৎসা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। আপনারা নিষ্ঠা ও মেধা প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। আর্ত-পীড়িতদের সেবাদানের জন্য সামর্থ্য অর্জন করেছেন। আপনাদের মধ্যে সেবাদানের মনোভাব তৈরি করতে হবে। প্রতিটি রোগীকে নিজের পরিবারের একজন সদস্য মনে করে সেভাবে সেবা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে যাবে। অতি সম্প্রতি আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে উন্নীত হয়েছি। জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি পাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম।

২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে 3rd International Conference (Criticon-3)- এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...